দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 26.12.83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম 3 ...

ক্যাডেট কলেজ এবং জাতীয় সশস্ত্রবাহিনী

বাংলাদেশের ক্যাডেট কলেজসমূহ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সেনাবাহিনীর এ্যাডজুট্যান্ট জেনারেলের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে সরকারী অনুদানে পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিশেষ ধরনের স্বায়ত্তশাসিত আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। উদার পাবলিক স্কুল ও প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান এই কলেজগুলোর প্রধান উদ্দেশ্য। জাতীয় প্রয়োজনে সুষ্ঠু ও গতিশীল ব্যক্তিত্ব গড়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এই শিক্ষায়তনগুলো। এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীতে সুসংগঠিত ব্যক্তিত্ব এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থার চাহিদা পূরণে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম।

জাতীয় জীবনে সশস্ত্র বাহিনীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সশস্ত্র বাহিনীর প্রেক্ষাপটে ক্যাডেট কলেজগুলোর ভূমিকার কথা বিশ্লেষিত হওয়া প্রয়োজন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর তিনটি শাখায় নিয়মিত অফিসার হিসাবে নিয়োগ হবার প্রাকপ্রস্তুতির লালনক্ষেত্র এ ক্যাডেট কলেজসমূহ।

সরকার এ উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অর্থ ক্যাডেট কলেজগুলোকে বরাদ্দ করে থাকেন। শিক্ষা কার্যক্রমের সমস্ত রকম সৈনিক জীবনের মূল্যবোধের অনুশীলন ক্যাডেট কলেজের অংশ উদ্দেশ্য, শৃংখলা, দায়িত্ব এবং কর্তব্যবোধের প্রশিক্ষণপর্ব ক্যাডেট কলেজের ছয় বছর ব্যাপী সময়কালে ব্যাপ্তি লাভ করে। নৈতিক মূল্যবোধের পাশাপাশি প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য একাডেমীক শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা ক্যাডেট কলেজগুলোতে রয়েছে। বস্তুত দেহ ও মনের সুষম বিকাশ ক্যাডেট কলেজগুলো নিশ্চিত করে। দেহ ও মনের সুষম বিকাশ সৈনিক জীবনের প্রাথমিক শর্ত। সৈনিক সুলভ মনোবৃত্তি বিকাশে ক্যাডেট কলেজের প্রাত্যহিক কর্মপ্রবাহ কিশোর মনে পরবর্তীকালে স্থায়ী প্রভাব ফেলে।

প্রকৃত পক্ষে, ক্যাডেটদের সার্বিক বিকাশের জন্য প্রতিটি কলেজে একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচী রয়েছে এবং তা প্রতিনিয়ত পালন করতে গিয়ে শৃংখলা, নিয়ম-কানুন, আচার-আচরণ, প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিটি ক্যাডেটের মনে যে রেখাপাত ঘটে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতিফলন ঘটে পরবর্তী কর্মজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে। তবে এমন কোন কথা এখানে বলা হচ্ছে না যে, শুধু মাত্র ক্যাডেট কলেজই চরিত্রবান ও কর্মকুশল ব্যক্তিত্ব গঠনের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। দেশের যে কোন স্কুল-কলেজ এই গুরুত্বপূর্ণ ব্রত গ্রহণ এবং পালন করতে পারে, করেও থাকে। অন্যান্য সাধারণ বা সুষম ব্যক্তিত্বের বিকাশ যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সম্ভব। তবে শুধু জনসাধারণের ভরসা ক্যাডেট কলেজের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী, কারণ অংশ ক্যাডেট কলেজের জন্য বিনিয়োগ করছে তার সার্থকতা তখনই প্রমাণিত হবে যখন দেখবো তেমরা ভবিষ্যৎ জীবনে স্বদেশের প্রয়োজনে বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মাধ্যমে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়নে যথার্থ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইতিমধ্যেই ক্যাডেট কলেজ থেকে সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য কর্মক্ষেত্রে অনেক সুযোগ্য অফিসার ও কর্মী সরবরাহ বিশেষ অবদান রেখেছে।

ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পুঁথিভিত্তিক বা পরীক্ষা কেন্দ্রিক নয়, আর তা নয় বলেই ব্যতিক্রমধর্মীভাবে পরীক্ষার ফলাফল ভাল হলেও

সভাপতি, ক্যাডেট কলেজ পরিচালনা পরিষদ

ছেলেমেয়েদের ভাগ্য বা ঝুঁকির উপর সবকিছু ছেড়ে দেয়া হয় না সেখানে। স্বাভাবিকভাবে জাতি আশা করে—ক্যাডেটরা তাদের জন্য ব্যয়িত জাতীয় অর্থের প্রতিদানস্বরূপ ভবিষ্যতে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত কর্মজীবনকেই সার্থক করবে না বরং মনোবল, সততা, সৌজন্যবোধ ও দেশপ্রেমের এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে যাতে প্রমাণিত হয়, দেশ আজ যে অর্থ তাদের পিছনে খরচ করছে তা কেন অযৌক্তিক খরচ নয়। ক্যাডেট কলেজ গভর্নিং বডিসমূহের তদানীন্তন চেয়ারম্যান এবং দেশের বর্তমান প্রেসিডেন্ট প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল এইচ এম এরশাদ এনডিসি, পিএসসি ১৯৭৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারীতে মোমেনশাহী ক্যাডেট কলেজের (বর্তমান মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ) এক অনুষ্ঠানে ভাষণে এ বিষয়ের মূল কথাটি ব্যক্ত করেছেন 'দেশের গরীব জনসাধারণের পাতাশা নিয়ে তাদের কষ্টার্জিত অর্থের বিরাট একটা তার উপর কোন ক্যাডেটের সামগ্রিক সাফল্য বা কৃতিত্ব নির্ভর নয়। কেননা এ বিষয়ে যে কোন ছাত্রছাত্রী যথেষ্ট পরিশ্রমে, একাগ্রতা ও মনোযোগ নিয়ে যে কোন স্কুল-কলেজ থেকে সেই কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে। আসলে ক্যাডেট কলেজগুলোতে সার্বিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো একজন অপরিণত ছেলে বা মেয়েকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে তার ব্যক্তিসত্তার শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টিতে সাহায্য করা যাতে করে সে সশস্ত্র বাহিনীর একজন গর্বিত সদস্য হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। এ লক্ষ্য সামনে রেখে ক্যাডেটদের সার্বিক বিকাশের জন্য ক্যাডেট কলেজগুলোতে যেসব সুপরিকল্পিত কর্মসূচী রয়েছে তার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। এসব সুপরিকল্পিত কর্মসূচীকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এর একটি হলো প্রাথমিক সামরিক প্রশিক্ষণ, আর অন্যটি হলো একাডেমীক প্রশিক্ষণ। উভয় প্রকার প্রশিক্ষণই একজন ক্যাডেটের জন্যে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটেই যেহেতু ক্যাডেট কলেজগুলির প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনার মূল উদ্দেশ্য, সে দিকে লক্ষ্য রেখে সামরিক প্রশিক্ষণ ও ক্রিয়াকর্মের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী জোর দেয়া হয় কিনা কি। সশস্ত্র বাহিনীর নিত্যনৈমিত্তিক প্রশিক্ষণ ও কর্মাবলীর সঙ্গে ক্যাডেট কলেজগুলির কর্মকাণ্ডের বেশ সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান যার কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ:—

পিটি: 'এ সাউন্ড মাইন্ড ইন এ সাউন্ড বডি'—এ কথাকে স্মরণে রেখে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের ন্যায় ক্যাডেট কলেজগুলির ক্যাডেটদের জন্য প্রতিদিন প্রত্যুষে পিটি বা শারীরিক ব্যায়াম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শুধু তাই নয় সশস্ত্র বাহিনীর বিপিটি বা বাটল পিটির ন্যায় উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলিতে তা নিয়মিতভাবে অনুশীলিত হয়। এ ধরনের শারীরিক কসরত শরীরকে যেমন সুস্থ রাখে, মনকেও তেমনি রাখে সতেজ ও সদাপ্রফুল্ল।

ড্রিল: মন ও শরীরকে সুশৃংখল করে গড়ে তোলার জন্য ড্রিল একটি বিশেষ ব্যবস্থা। সশস্ত্র বাহিনীর ন্যায় পিটির পাশাপাশি ড্রিলও ক্যাডেট কলেজগুলিতে একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। খাকি পোশাক পরিহিত ক্যাডেটগণ প্রতিদিন সকালে নিয়মিত ড্রিল করে থাকে। ড্রিলের এ পূর্ব অভিজ্ঞতা ক্যাডেটদের জন্য ভবিষ্যতে সশস্ত্রবাহিনীর প্রশিক্ষণ আরো সহজ ও দক্ষ করে তুলতে সাহায্য করে।

খেলা-ধুলা: খেলাধুলা শরীরকে যেমন সুস্থ রাখে মনকেও তেমনি বুদ্ধিদীপ্ত ও ভারসাম্য করে তুলতে সহায়ক হয়। সশস্ত্রবাহিনীর ন্যায় ক্যাডেট কলেজগুলিতেও প্রতিদিন বিকালে নিয়মিত খেলাধুলা করার ব্যবস্থা রয়েছে, এর ভিতর রয়েছে ফুটবল, ভলিবল, হকি ক্রিকেট বিভিন্ন রকমের ক্রীড়ানুশীলন, ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে সময়ে সময়ে 'ক্রস কান্ট্রি' 'হাইকিং'

ইত্যা
ব্যবস্থ
প্রতি
ক্যা
খেলা
শাহ
:
শাঁর
কাটস
পারে